

History Study Material

Dumkal College
Semester-6, Course-XIV

[Trend in World Politics from the First to the Second World War]

ঠান্ডা লড়াই এর সূচনার ক্ষেত্রে ট্রুম্যান নীতির গুরুত্ব।[Unit:4]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। ঠাণ্ডা যুদ্ধের সূত্র ধরে পূর্ব ইউরোপে সাম্যবাদী সোভিয়েত রাশিয়ার প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। গণতান্ত্রিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ভীতসন্ত্রস্ত করে তুলে পূর্ব ইউরোপে পোল্যান্ড, রুম্যানিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, যুগোস্লাভিয়া, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া প্রভৃতি দেশে রুশ প্রভাবাধীন কমিউনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এমনকি পশ্চিম ইউরোপের ফ্রান্স ও ইতালিতে কমিউনিস্ট তৎপরতা প্রবল আকার ধারণ করেছিল। সুদূরপ্রাচ্যে চিনেও কমিউনিস্টরা সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। তাদের ধারণা হয় যে সাম্যবাদের প্রসার রোধ করতে না পারলে অচিরেই সমগ্র ইউরোপ রাশিয়ার প্রভাবাধীন অঞ্চলে পরিণত হবে এবং এর ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। এই কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের নীতি গ্রহণ করে এবং এরই ফলশ্রুতি হিসাবে মার্চ, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে 'ট্রুম্যান ডকট্রিন' (Truman Doctrine) ঘোষণা করা হয়।

১৯৪৭ সালের ১২ই মার্চ মার্কিন রাষ্ট্রপতি হ্যারি ট্রুম্যান মার্কিন কংগ্রেসের প্রদত্ত ভাষণে বলেন যে, বিশ্ব এখন পরস্পর বিরোধী দুটি আদর্শ ও জীবনচর্চায় বিভক্ত। একটি হল মুক্ত গণতান্ত্রিক দুনিয়া এবং অপরটি হল সাম্যবাদী দুনিয়া। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানতম কর্তব্য হল মুক্ত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির অখণ্ডতা ও স্বাধীনতা রক্ষা করা। সুতরাং বিশ্বের যেকোনো স্থানে কোনো মুক্ত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সংখ্যালঘু গোষ্ঠী বা বহিরাগত আক্রমণের শিকার হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাকে সর্বোত্তমভাবে সাহায্য করবে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান এর এই ঘোষণা 'ট্রুম্যান নীতি' বা 'ট্রুম্যান ডকট্রিন' নামে খ্যাত। প্রসঙ্গত, উল্লেখ্য ট্রুম্যান এর ভাষণে সংখ্যালঘুদের সশস্ত্র আন্দোলন বলতে কমিউনিস্ট গেরিলাদের এবং বহিরাগত আক্রমণকারী বলতে সোভিয়েত রাশিয়াকে বোঝানো হয়েছে। এইভাবে ট্রুম্যান নীতির ভিত্তিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাম্যবাদের প্রসার রোধ করার উদ্দেশ্যে বিশ্বের অন্যান্য দেশকে সাহায্য দানের সিদ্ধান্ত নেয়।

ট্রুম্যান নীতির গুরুত্বঃ মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ট্রুম্যান নীতি ছিল এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

- (i) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির মূল চরিত্র ছিল নিষ্ক্রিয়তা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে আমেরিকা এই নাহস্তক্ষেপ নীতির অবসান ঘটিয়ে বিশ্ব রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে যোগদান করার নীতি গ্রহণ করেছিল এবং তারই সূত্রপাত ঘটেছিল ট্রুম্যান নীতির মধ্য দিয়ে।
- (ii) এই নীতির সূত্র ধরেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাম্যবাদের প্রসার রোধের উদ্দেশ্যে ‘বেষ্টনী নীতির’ সার্থক রূপায়ণের প্রচেষ্টা চালাতে থাকে।
- (iii) এই নীতির ফলেই উষ্ণযুদ্ধের অবসানে পৃথিবীতে ঠাণ্ডা যুদ্ধের সূচনা হয়। ঐতিহাসিক আইজ্যাক ডয়েসচার ট্রুম্যান নীতিকে ‘ঠাণ্ডা লড়াই-এর আনুষ্ঠানিক সূচনা’ বলে অভিহিত করেছেন।
- (iv) ট্রুম্যান নীতির সার্থক রূপায়ণের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন দেশে অর্থনৈতিক ও সামরিক উভয় প্রকার সাহায্য দানের পরিকল্পনা করে। অর্থনৈতিক বণ্টন নীতি প্রয়োগের প্রধান দিক হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মার্শাল পরিকল্পনা গৃহীত হয়।
